Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 _(Index Copernicus International)_
Volume-VII, Issue-II, October 2018, Page No. 41-53
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতে তপশিলী জাতি ও উপজাতিগুলির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ: একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা

বিশ্বজিৎ রায়
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বিভাগ, চিন্সুর ডাফ উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Political participation has always been an important factor as well as an important indicator in any democratic system. But unfortunately huge inequalities in terms of caste, class, sex and religion have been seen in India. Specially the political participation of the scheduled casts and scheduled tribes have still remained a little. That's why democracy in India has been facing serious challenges to make in its successful operation since 1950's. In this context it is important to drag scheduled casts and scheduled tribes communities in political realm and promote their political participation. It is generally assumed that without a share in the decision making process the proper empowerment of the marginalized vulnerable section of the society can never be achieved. Serious attempts have been taken in Indian constitution for the empowerment of such communities in early 1990's two major constitutional amendment acts made a clear provisions of reservation of seats in local government for this vulnerable section with an intention to empower them politically and socially. But what is the present situation? Are people belonging to scheduled casts and scheduled tribes really empowered by using the opportunity of being there in the decision making bodies in rural and urban government? The present paper is an attempt to explore the mode of political participation and the nature of their empowerment through a survey in a panchayat of Hooghly District of West Bengal.

Key Words: Scheduled Casts, Scheduled Tribes, Political Participation Local Government.

ভারতবর্ষের গ্রামীন স্বায়ত্বশাসনের প্রতিষ্ঠানিক রূপ হলো পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিবর্তনকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ১৯৭৭ সাল এর পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীন স্বায়ত্বশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হিসাবে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা ততখানি সুসংগঠিত ছিল না এবং স্থানীয় স্তরে গ্রামীন উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে ও এর কর্মক্ষমতা প্রায় ছিল না বললেই চলে। তবে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ সালেই তারা (১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুসারে) প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে। পরবর্তীকালেও তারা সুষ্ঠভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তবে গ্রামীন স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পঞ্চায়েতে গ্রামের সর্বস্তরের, সর্বজাতের মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত। কিন্তু বামফ্রন্ট শাসনকালে প্রথম তিনটি পঞ্চায়েত নির্বাচনে

তপশিলী জাতি ও উপজাতিভূক্ত মানুষের প্রতিনিধিত্বের পরিমাণ ছিল যথেষ্ট কম। তবে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের পরবর্তী সময়ে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় তপশিলী জাতি ও উপজাতিভূক্ত মানুষদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে আসন এবং পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে পঞ্চায়েত-এর কাঠামোতে পিছিয়ে পড়া এই দুটি জাতির যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত হয়। ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীর মধ্য দিয়ে পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ কাঠামোয় তপশিলী জাতি ও উপজাতিভূক্ত মানুষদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ যে বহুগুণে বেড়ে গেছে তার উল্লেখ পাওয়া যায় নীল ওয়েবস্টার, মৈত্রী ভট্টাচার্য্য, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রমুখ গবেষকদের গবেষণাপত্রে।

অতএব তৃণমূলস্তরে তপশিলী জাতি ও উপজাতিগুলির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে বোঝায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ানো, পঞ্চায়েতী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ গ্রহণ করে রাজনৈতিক দলের হয়ে স্থানীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজেদের দাবীর স্বপক্ষে স্থানীয় পঞ্চায়েতে শাসকদলের উপর চাপ সৃষ্টি করা, পঞ্চায়েত কর্তৃক আহুত অধিবেশনে বা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা বা সেখানে নিজস্ব স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা, পঞ্চায়েতের দ্বারা গৃহীত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সমূহ বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ বা সাহায্য করা প্রভৃতি। তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের পঞ্চায়েতী স্তরে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ-এর গতি-প্রকৃতির উপর ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্যে নির্বাচন করা হয়েছে হুগলী জেলার চুঁচড়া-মগড়া পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্ভূক্ত চন্দ্রর্ভূক্ত চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতকে। এই ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ ফলাফলকে সবিস্তারে বর্ণনার ইতিপূর্বে আমাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : বিগত কয়েক দশক ধরে অংশগ্রহণের ধারণাটি উন্নয়নমূলক আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। নাগরিকদের অধিকার এবং গণতান্ত্রিক গর্ভনান্স-এর সাথে অংশগ্রহণের ধারণাটি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সেই কারনে অংশগ্রহণের ধারণাটি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সাথে যুক্ত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ বলতে বোঝায় সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগীদারিত্বকে। এই ভাগীদারিত্ব সম্ভব হয় যেখানে জনগণ নীতি নির্ধারণ থেকে মূল্যায়নের স্তর পর্যন্ত যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। তৃণমূল স্তরে ক্ষমতার হস্তান্তর এবং কেন্দ্র, রাজ্য এবং স্থানীয় সরকারের ইতিবাচক সদিচ্ছা ছাড়া রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। পাশাপাশি আমলাতন্ত্রকেও স্থানীয় কৌমের উদ্যোগের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন (চক্রবর্তী বিশ্বনাথ, ২০০৮ : ৫৭-৫৮)।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ : রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধারণাটি বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছেন। এই সব তাত্ত্বিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- লুসিয়ান পাই, মিল ব্রাথ, লিপসেট, অ্যালমন্ড ও পাওয়েল, ভার্বা ও নাই প্রমুখ। ভার্বা ও নাইকে অনুসরণ করে আমরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, যথা- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমুহে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সচলতামূলক ব্যবস্থা সমূহের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে বোঝায় নাগরিকদের দ্বারা সংঘটিত সেই সকল তৎপরতাসমূহকে যেগুলির উদ্দেশ্য হল সরকারী কর্মীদের বাছাই এবং তাদের দ্বারা গৃহীত তৎপরতাসমূহকে প্রভাবিত করা (ভার্বা ও নাই, ১৯৮৭ : ২)। অন্যদিকে সচলতামূলক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে বোঝায় সরকারের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচীসমূহে কঠোর পরিশ্রম করা, সরকারের দ্বারা গঠিত যুব গোষ্ঠী সমূহে অংশগ্রহণ করা বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা (ভার্বা ও নাই, ১৯৮৭ : ২)। আবার অন্যভাবে বলা হয় যে জনগণের মধ্যে বন্টিত হয় এইরকম গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্তসমূহের উপর ক্ষমতার প্রয়োগ। সরকারী কাজকর্মে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা, নিজস্ব মতামত প্রকাশ করা-ই সকল তৎপরতাই হল রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (অ্যালমন্ড ও ভার্বা, ১৯৮৯ : ১১৯)।

আবার গ্রামীন উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও অংশগ্রহণকে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা- "Participation as an

end is an enterly differently concept. Here we see participation essentially as a process which unfold overtime and the purpose of which is to develop and strengthen the capabilities of rural people to intervene more directly in development initiatives. Participation as an end is an active and dynamic from which enables rural people to play an increasing role in development activities". (ওকলে এবং মার্সডেন, ১৯৮৪:২২)। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকায় জনগণ যখন নিজেদের উন্নয়নের বিষয়ে সচেতন হয় এবং স্থানীয় সম্পদের সদ্বব্যবহার করে এবং নিজেদের নির্বাচিত সংগঠনের মাধ্যমে সেই উন্নয়ন কার্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে আত্মনিয়োগ করে, তখন তাকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলা যেতে পারে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিষয়টি দুই ভাবে বিচার করা যেতে পারে, যথা- ১) আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বা কাঠামোকেন্দ্রীক অংশগ্রহণ এবং ২) স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বা কার্যকরী অংশগ্রহণ।

১। আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ : গণতন্ত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর যে নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়- যার দ্বারা জনগণ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়, ভোট দিতে যায়, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার তাগিদ অনুভব করে এবং একে কেন্দ্র করে মিটিং-মিছিল, সভা-সমিতি এবং আলাপ-আলোচনায় যোগ দেয় অর্থাৎ এক কথায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গ্রাম ও শহরের মানুষের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হতে দেখা যায়, তাকে আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বলা যেতে পারে। গ্রামের স্থানীয় জনগণ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের এবং উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে ধরে যেভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সারা দেয়, তার ভেতর দিয়ে আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণের কাজ সাধিত হয়।

২। স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বা কার্যকরী অংশগ্রহণ : স্বতঃস্ফূর্ত বা কার্যকরী অংশগ্রহণের বিষয়টিকে বুঝতে হলে বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে পঞ্চায়েতী সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে, কিংবা পঞ্চায়েতী প্রশাসনের তরফে নেওয়া ব্যবস্থাগুলি স্থানীয় জনগণের স্বার্থ পূরণ করতে পারছে কি না, পঞ্চায়েতী প্রশাসনের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন হচ্ছে কি না, তার পরিমাপ করা সম্ভব হতে পারে। অর্থাৎ পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি যদি সত্যি জনগণের স্বার্থবাহী হয় তাহলে সেই সিদ্ধান্তগুলি রূপায়নে জনগন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে-এটাই স্বাভাবিক এবং সে ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়বে। তখন তারা পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য সক্রিয়ভাবে গ্রামসভার ও গ্রামসংসদের মিটিংয়ে যোগদান করবে; সেখানে বিতর্কে অংশগ্রহণ করবে এবং উন্নয়নের ব্যাপারে নিজেরাই সুপারিশ করতে তৎপর হবে- এটাই হল স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মর্মবস্তু।

কাজেই আমরা দেখলাম রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে বোঝায় শাসক বাছাই ও সরকারী নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মতো রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্বেচ্ছা প্রণোদিত তৎপরতাসমূহকে।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সংরক্ষনমূলক ব্যবস্থা : সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় চারটি বর্ণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সর্বনিম্ন বর্ণের জনগোষ্ঠীকে শুদ্র বলা হত, যারা ছিল অত্যাচারিত এবং অনগ্রসর। পরবর্তীকালে গান্ধিজী এদেরকে হরিজন বলে সম্বোধন করেন। সংবিধানে তালিকা বা পংক্তিভুক্ত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে তপশিলী জাতি এবং পরম্পরাগত সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র ও নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতিভুক্ত জনগোষ্ঠীকে তপশিলী উপজাতি বলা হয়। এ প্রসঙ্গে সংবিধানের ৩৪১(১)নং এবং ৩৪২(১)নং ধারায় বলা হয়েছে, যে রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বসবাসকারী কোন জাতি (Castes) বংশ (Races) বা উপজাতি (Tribes) অথবা এ সমস্ত জাতি, বংশ বা উপজাতির কোন বা গোষ্ঠীকে ঐ অঙ্গরাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তপশিলী জাতি বা উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়।

ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তপশিলী জাতি বা উপজাতিগুলিকে অনগ্রসরতা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তপশিলী জাতি বা উপজাতিগুলির রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্যে বা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় করে তোলার জন্যেই লোকসভা এবং বিধানসভাগুলিতে তাদের জন্যে আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা আছে (৩৩০ এবং ৩৩২ ধারা)। এই আসন সংরক্ষণের মেয়াদ এখনও ২০২০ সাল পর্যন্ত কার্যকর আছে। তবে শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়তা নয়, আর্থিক দিক থেকেও অনগ্রসর তপশিলী জাতি বা উপজাতিগুলির মানোন্নয়নের জন্য শাসনকার্য পরিচালনায় দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারী চাকরীতে এই রকম সংরক্ষণমূলক নিয়োগের ব্যবস্থা করার কথা সংবিধানে বলা হয়েছে (৩৩৫নং ধারা)।

ভারতের মতো Multi-tier Federalism ব্যবস্থায় তপশিলী জাতি বা উপজাতিগুলিকে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় করে তোলার জন্য সংরক্ষণমূলক নীতিকে শুধুমাত্র কেন্দ্র বা রাজ্য আইনসভাগুলিতে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, স্থানীয় স্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এর সম্প্রসারণ ঘটানো প্রয়োজন। তাই ১৯৯২ সালে নরসীমা রাও-এর নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার সংসদে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পঞ্চায়েতী স্তরে তপশিলী জাতি বা উপজাতিগুলির জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ সংশোধনী অনুসারে পঞ্চায়েতে সমস্ত স্তরে তপশিলী জাতি বা উপজাতিগুলির জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই সংরক্ষিত আসনের এক-তৃতীয়াংশ ঐ সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে (২৪৩ ডি)। আবার পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই চেয়ারপার্সনের পদগুলি তপশিলী জাতি, উপজাতির জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে ঐ সংশোধনীতে।

৭৩তম সংবিধান সংশোধনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পশ্চিমবঙ্গ তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধনী) আইন, ১৯৯২ প্রণয়ন করে। এই আইনে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পঞ্চায়েতে সমস্ত স্তরে তপশিলী জাতি, উপজাতির জন্য যথাযথ আসন ও পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারও এই আইন প্রণয়নের পরবর্তীকালে পঞ্চায়েতী নির্বাচনগুলিতে তপশিলী জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য যথাযথ আসন ও পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল।

চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর সংগঠিত ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ ফলাফল :

চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে তপশিলী জাতি ও উপজাতিগুলির রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপর ক্ষেত্র সমীক্ষা কয়েকটি অনুকল্পের উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। উল্লিখিত পঞ্চায়েতে তপশিলী জাতি, উপজাতিগুলির রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে ওই সকল অনুকল্পের উপর ভিত্তি করেই নিম্নে আলোচনা করা হল:

ক) তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত পুরুষদের (আনুষ্ঠানিক ও স্বতঃস্ফূর্ত) রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রবণতার উপর সমীক্ষা (২০০৩-১০) : তপশিলী জাতি ও উপজাতিগুলির পুরুষদের মধ্যে পঞ্চায়েতে (আনুষ্ঠানিক ও স্বতঃস্ফূর্ত) রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রবণতা কতখানি তার উপর সমীক্ষা করবার জন্যে পরিকাঠামোগত সাক্ষাৎকার পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আরও অন্যান্য ক্ষেত্র থেকেও বিভিন্ন (যেমন- পঞ্চায়েতের নথিপত্র, স্থানীয় পঞ্চায়েতী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা প্রভৃতি) তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভা ও মিছিলে (আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ) তপশিলী জাতিভুক্ত পুরুষদের মধ্যে প্রায় ৭ থেকে ৮ শতাংশ লোক অংশগ্রহণ করে থাকে। আর তপশিলী উপজাতিভুক্ত পুরুষদের মধ্যে প্রায় ৩ শতাংশ লোক বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভা ও মিছিলে অংশগহন করে থাকে। এছাড়াও সমীক্ষায় দেখা গেছে ২০০৩-১০ সালে এই পঞ্চায়েতে তপশিলীজাতিভুক্ত পুরুষদের মধ্যে ভোটদানের হার প্রায় ৮২ শতাংশ (আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ)। তপশিলী উপজাতিভুক্ত পুরুষদের ক্ষেত্রে ভোটদানকেন্দ্রীক আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণের হার প্রায় ৮০ থেকে

৮১ শতাংশ (২০০৩-১০)।

তপশিলী জাতি ও উপজাতির পুরুষদের কিছু অংশ দীর্ঘ অসুস্থতা, ভোটার কার্ড না হওয়া, হারিয়ে যাওয়া, কাজের সূত্রে বাইরে অবস্থান প্রভৃতির জন্যে ভোটপ্রদান করতে পারে না। তবে জনগনের রাজনৈতিক সচেতনতা বাস্তবিক কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে তা পরিমাপ করা বা অনুধাবন করা যেতে পারে, আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নয়, স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে।

সাধারণত জনগন যখন পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য সক্রিয়ভাবে গ্রামসভা ও গ্রামসংসদের সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে; সেখানে বিতর্ক অংশগ্রহণ করবে, উন্নয়নের ব্যাপারে নিজেরাই সুপারিশ করবে, গ্রামীন অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকেও দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পগুলির উপভোগকারীদের নির্ধারণের নীতিনির্ণয় করবে, সে সম্পর্কে অবহিত হবে, গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক কর্মসূচী ও পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হবে, সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে- তখনই তাকে স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলবে। আর এজন্য প্রয়োজন গ্রামসভা ও গ্রামসংসদের সভায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ।

প্রথমতঃ তপশিলী জাতিভুক্ত পুরুষদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সমীক্ষালব্ধ বিষয়গুলির উপর আলোচনার প্রথমেই বলতে হয় যে, গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভাগুলিতে তপশিলী জাতিভুক্ত পুরুষদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের হার খুবই উচ্ছাসজনক নয়। চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পার্টের/বুথের (২০০৩-২০১০) বুথভিত্তিক গ্রামসংসদের সভাগুলিতে তপশিলী জাতিভুক্ত পুরুষদের (ভোটার) অংশগ্রহণের হার গড়ে প্রায় ৬ শতাংশ।

আবার চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামসভার সভাগুলিতে তপশিলী জাতিভুক্ত পুরুষদের (সার্বিকভাবে উক্ত পঞ্চায়েতের মোট তপশিলী জাতিভুক্ত পুরুষ ভোটার সংখ্যার অনুপাতে) স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের হার যথাক্রমে প্রায় ৪ শতাংশ (২০০৩-২০১০)। গ্রামসভার প্রথম সভায় অনেকাংশেই কোরামই হয় না। আর সেজন্য দায়ি অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলী জাতিভুক্ত পুরুষদের গ্রামসভায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতি বিমুখতা।

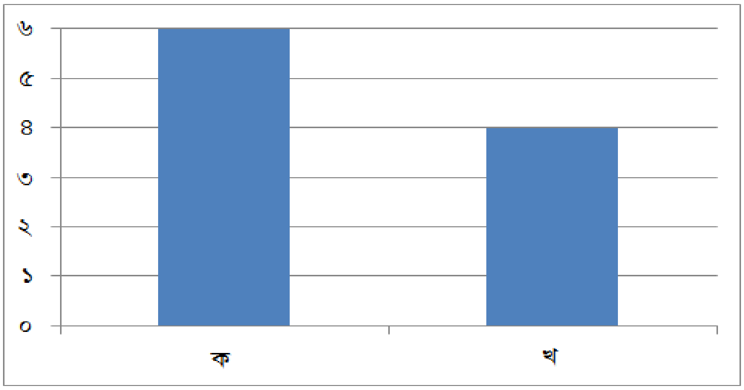

ক) তপশিলী জাতিভুক্ত পুরুষ ভোটারদের ৬ শতাংশ বুথভিত্তিক গ্রাম সংসদের সভায় অংশগ্রহন করে।
খ) তপশিলী জাতিভুক্ত পুরুষ ভোটারদের ৪ শতাংশ গ্রামসভায় অংশগ্রহন করে।

তবে গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণকারী তপশিলী জাতিভুক্ত পুরুষদের আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়—

১) এদের মধ্যে অর্ধেক হল কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য, যারা উক্ত সভাগুলিতে দলের হয়েই অংশগ্রহণ করে থাকে।

২) স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রবণতাসম্পন্ন তপশিলী জাতির পুরুষদের কিছু আবার নিজেদের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে (যেমন ১০০ দিনের কাজের সুযোগ লাভ, ইন্দিরা আবাস যোজনার দ্বারা গৃহ নির্মাণের সুযোগ লাভ ইত্যাদি) গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহনে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

৩) আর কিছু তপশিলী জাতিভুক্ত পুরুষরা আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা বা নেত্রীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, তাদের লেজুড় হয়ে গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এটি হল নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ।

তবে শেষোক্ত দুই ধারার তপশিলী জাতিভুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রবণতাসম্পন্ন পুরুষরা গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভাগুলিতে কোন মতামতই প্রকাশ করে না। অতএব উক্ত জাতিভুক্ত পুরুষদের মধ্যে (ভোটার) স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের (গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদ) প্রবণতা কম। উক্ত জাতিভুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ পুরুষই 'ভোটদানই নাগরিকতার লক্ষন'- এই ভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে ভোটপ্রদান করে। ভোট প্রদান করেই তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পালা শেষ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, উক্ত জাতিভুক্ত পুরুষদের মধ্যে স্থানীয় স্তরে নিজ নিজ জাতিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব আছে। রাজনৈতিক উদাসীনতা, রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব, পঞ্চায়েতে জন অংশগ্রহণ সম্পর্কে ধারনা না থাকা প্রভৃতি বিষয়গুলি তপশিলী জাতিভুক্ত পুরুষদের পঞ্চায়েতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক। তবে উক্ত জাতিভুক্ত পুরুষদের মধ্যে অধিকাংশই হল প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত; আবার উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতদের হার যথেষ্ট কম। অতএব তপশিলী জাতিভুক্ত পুরুষদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার অভাব তাদের পঞ্চায়েতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত না হওয়ার জন্য কিছুটা হলেও দায়ি। উল্লিখিত সকল বিষয়গুলি তপশিলী জাতিভুক্ত পুরুষদের পঞ্চায়েতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনে (গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদ) পথে প্রধান প্রতিবন্ধক।

দ্বিতীয়তঃ চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে তপশিলী উপজাতিভুক্ত পুরুষদের পঞ্চায়েতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের উপর সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাদের অধিকাংশেরই গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভাগুলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় স্বার্থকে সুরক্ষিত করা, স্থানীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে সুপারিশ করা, পঞ্চায়েতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা প্রভৃতিকে সম্পর্কে নূন্যতম সাধারণ ধারণাটুকু নেই। তারা ভোটদানকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সমার্থক বলে মনে করে। এর কারণগুলি নিম্নরূপ—

ক) সংখ্যালঘিষ্ঠতার জন্য এদের কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব কাঠামোয় অবস্থান করে না। ফলে তপশিলী উপজাতিভুক্ত পুরুষদের মধ্যে নেতৃত্বহীনতার অভাবে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রবনতা খুবই কম।

খ) নিরক্ষরতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা উপজাতিভুক্ত পুরুষদের (মহিলা সহ) স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রতি বিমুখতার অন্যতম কারণ।

গ) উক্ত উপজাতির পুরুষরা দারিদ্রতা থেকে মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক উপার্জনে এত বেশি ব্যস্ত থাকে যে স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চায়েতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয় না।

চন্দ্রহাটি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে মূলতঃ দুটি পার্টে ১২০ ও ১১৪) তপশিলী উপজাতির বসতি লক্ষ্য করা যায়। ঐ দুটি পার্টের/বুথের বুথ ভিত্তিক গ্রাম সংসদের সভাগুলিতে তপশিলী উপজাতিভুক্ত পুরুষদের (২০০৩-২০১০) স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের হার যথাক্রমে গড়ে ২.৫ শতাংশ। আবার (২০০৩-২০১০) গ্রাম সভায় তপশিলী উপজাতিভুক্ত পুরুষদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের হার হল ২ শতাংশ (সার্বিকভাবে উক্ত পঞ্চায়েতের মোট তপশিলী উপজাতিভুক্ত পুরুষ ভোটার সংখ্যার অনুপাতে)।

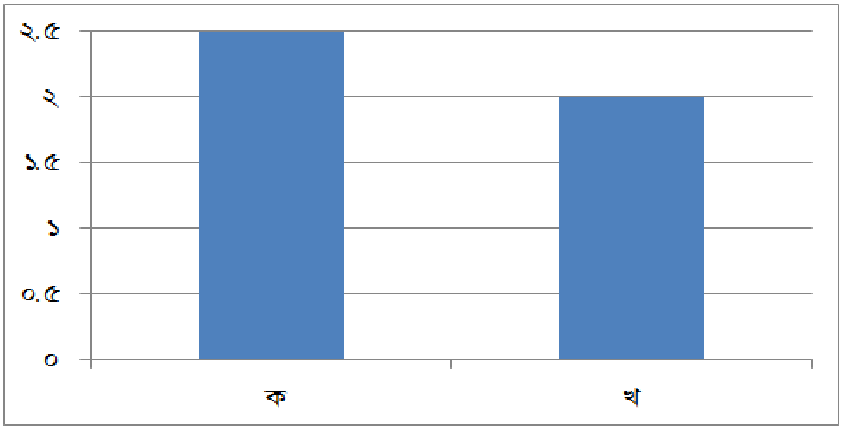

ক) তপশিলী উপজাতিভুক্ত পুরুষ ভোটারদের ২.৫ শতাংশ বুথভিত্তিক গ্রাম সংসদের সভায় অংশগ্রহন করে।
খ) তপশিলী উপজাতিভুক্ত পুরুষ ভোটারদের ২ শতাংশ গ্রামসভায় অংশগ্রহন করে।

অতএব তপশিলী উপজাতির পুরুষদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পঞ্চায়েতের গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভাগুলিতে অংশগ্রহণের হার খুবই কম। উক্ত উপজাতিভুক্ত পুরুষদের মধ্যে যারা উক্ত সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করে থাকে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই হল কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য। আর বাকিরা রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে (নিস্ক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ) বা সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির আশায় উক্ত সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

প্রধান ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামত : চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত পুরুষদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের যে চিত্র ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে উঠে এসেছে তাকে অনেক ক্ষেত্রেই অস্বীকার করেছেন প্রধান ও অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। তাঁদের মতে তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত অসংখ্য পুরুষ গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভায় আগত তপশিলী জাতি ও উপজাতির অসংখ্য পুরুষদের স্বাক্ষর ও টিপসহি বহনকারী পঞ্চায়েতের রেজিস্টার খাতার কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি। বাস্তবে উক্ত সভাগুলিতে প্রয়োজনীয় কোরাম অনেকাংশেই হয় না। সেক্ষেত্রে ঐ সভা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাগিদে প্রয়োজনীয় কোরামের জন্যে ঐ খাতায় বাড়ি বাড়ি চলে আসে বাড়ির প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাক্ষর নিতে। আর এভাবেই কোরামের জন্য প্রয়োজনীয় জনগনের উপস্থিতির প্রমাণস্বরূপ জনগণের স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি পঞ্চায়েতের খাতা চলে আসে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাম সভার প্রথম সভা কোরাম না হওয়ার জন্য বাতিল হয়ে যায়। বাতিল হওয়ার ৭ দিন পরে ঐ একই স্থানে সংঘটিত গ্রামসভার সভায় আর কোরামের প্রয়োজন হয় না। গ্রামসভার প্রথম সভায় কোরাম না হয়ে বাতিল হওয়ার পেছনে সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলী জাতি ও সংখ্যালঘিষ্ঠ তপশিলী উপজাতিভুক্ত পুরুষদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতি বিমুখতাই দায়ি।

আবার উক্ত পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব কাঠামোয় তপশিলী জাতির নির্বাচিত ৭ জন প্রতিনিধি অবস্থান করেছে এমনকি ঐ পঞ্চায়েতে প্রধানের পদটি তপশিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত পুরুষদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনে (গ্রাম সভা ও গ্রাম সংসদের সভায়) প্রতিবিমুখতার কারণ হল এই যে, তপশিলী জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানীয় স্বার্থ সুরক্ষাকারী তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের কাছের মানুষ অপেক্ষা নিজ নিজ দলের দলীয় স্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থ সুরক্ষাকারী মানুষে পরিণত হয়েছে। অতএব নির্বাচিত

প্রতিনিধিদের (অধিকাংশই তপশিলী জাতিভুক্ত) সংকীর্ণ স্বার্থমূখী আচরণ, পঞ্চায়েতের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা না থাকাও; তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত পুরুষদের পঞ্চায়েতের গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভাগুলিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রতি বিমুখতার জন্য কিছুটা হলেও দায়ি।

ক) তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত মহিলাদের রাজনৈতিক (আনুষ্ঠানিক ও স্বতঃস্ফূর্ত) অংশগ্রহণের প্রবণতার উপর সমীক্ষা (২০০৩-২০১০) : চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০০৩ ও ২০০৮ সালের নির্বাচনে তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলাদের জন্য যথাযথ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২০০৩ সালে ৭ জন নির্বাচিত তপশিলী জাতিভুক্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৪ জনই ছিল মহিলা। আর ২০০৮ সালে নির্বাচিত তপশিলী জাতির ৭ জন প্রতিনিধিদের মধ্যে ৩ জনই হলে মহিলা।

তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত মহিলাদের (আনুষ্ঠানিক ও স্বতঃস্ফূর্ত) অংশগ্রহণের প্রবণতা সম্পর্কে সমীক্ষা করতে গিয়ে যেমন সাক্ষাৎকার পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। তেমনি পঞ্চায়েতের বিভিন্ন নথিপত্র এবং পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলাদের মধ্যে প্রায় ৪ শতাংশ মহিলা বিভিন্ন নির্বাচনি জনসভা ও মিছিলে অংশগ্রহণ করে, যা একপ্রকারের আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ। উক্ত পঞ্চায়েতে তপশিলী উপজাতিভুক্ত ৫-৬ জন মহিলা বিভিন্ন নির্বাচনে জনসভা ও মিছিলে অংশগ্রহণ করে। তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলাদের মধ্যে ভোটকেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের হার প্রায় ৮০ শতাংশ (২০০৩-২০১০)। তপশিলী উপজাতিভুক্ত মহিলাদের মধ্যে ভোটদান কেন্দ্রিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের হার প্রায় ৭৮ থেকে ৮০ শতাংশ (২০০৩-২০১০)।

তবে তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত মহিলাদের মধ্যে বার্ধক্যের কারনে, দীর্ঘ অসুস্থতার কারনে বা নব বিবাহিতদের নতুন ভোটার কার্ড না হবার জন্য বা গৃহস্থালীর কাজে অধিক নিযুক্তির জন্য বা কঠোর বা কায়িক পরিশ্রমমূলক কাজে নিযুক্ত থাকার জন্য ভোটদান থেকে বিরত থাকে।

আনুষ্ঠানিক বা ভোটদান কেন্দ্রিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহিলাদের প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে কোনো ধারনা করা যায় না। এর জন্য অনেকাংশে নির্ভর করতে হয় পঞ্চায়েতী কার্যকলাপে স্বতঃস্ফূর্ত বা কার্যকরী রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর। আর এটা সম্ভব হয় তখনই যখন উক্ত জাতি ও উপজাতিভুক্ত মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করবে।

প্রথমতঃ তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলাদের চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে, উক্ত জাতিভুক্ত মহিলাদের গ্রামসভা ও বুথভিত্তিক গ্রাম সংসদের সভাগুলিতে অংশগ্রহণের হার যথেষ্ট কম। সমীক্ষায় দেখা গেছে চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পার্টের/বুথের বুথভিত্তিক (২০০৩-২০১০) গ্রাম সংসদের সভাগুলিতে তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলা ভোটারদের অংশগ্রহণ হার হল যথাক্রমে ৩.৫ শতাংশ। আবার চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামসভার সভাগুলিতে (সার্বিকভাবে উক্ত পঞ্চায়েতের তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলা ভোটারদের সংখ্যার অনুপাতে) অংশগ্রহণের হার যথাক্রমে ৩ শতাংশ (২০০৩-২০১০)।

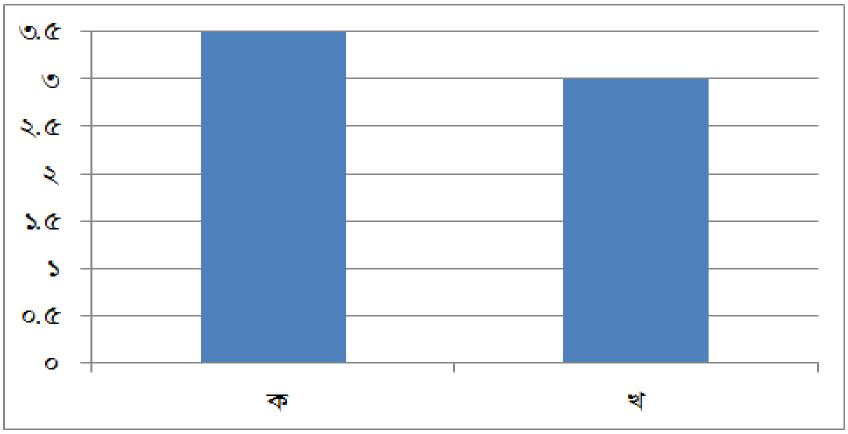

ক) তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলা ভোটারদের ৩.৫ শতাংশ বুথভিত্তিক গ্রাম সংসদের সভায় অংশগ্রহন করে।
খ) তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলা ভোটারদের ৩ শতাংশ গ্রামসভায় অংশগ্রহন করে।

তবে গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভাগুলিতে যে সব তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে, তাদের অর্ধেকের বেশী হল কোন না কোন রাজনৈতিক দলের (বিশেষত পঞ্চায়েতে শাসনকারী রাজনৈতিক দলের) মহিলা সংগঠনের সদস্যা। আর বাকীদের মধ্যে কিছু সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা চালিত (ইন্দিরা আবাস যোজনার সুযোগ ল্যাব, মিড্ ডে মিল, রান্নার চাকরি প্রভৃতি) হয়ে, আর কিছু কোন কা কোন রাজনৈতিক দলের নেতা বা নেত্রীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলাদের গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভাগুলিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের প্রতি বিমুখতার প্রধান কারণগুলি হল রাজনৈতিক অসচেতনতা, অজ্ঞতা, স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের তাৎপর্য উপলব্ধি করার অক্ষমতা প্রভৃতি। আর এ সবের পেছনে যে মূল কারণগুলি নিহিত রয়েছে সেগুলি হল—

১) এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মহিলাদেরকে সাংসারিক বা গৃহস্থালির কাজে আবদ্ধ রাখা হয় এবং রাজনীতিকে পুরুষদের ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করা হয়। অতএব এই পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থাই মহিলাদের রাজনৈতিক অসচেতনতা ও অজ্ঞতার জন্য কিছুটা হলেও দায়ি।

২) উক্ত পঞ্চায়েতে অধিকাংশ তপশিলী পরিবারগুলি দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। ফলে সাংসারিক অনটন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উক্ত জাতিভুক্ত বহু মহিলাই স্বরোজগারের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। আর স্বাভাবিকভাবেই তারা রাজনীতিক বিষয়ে অত আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে না।

৩) তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলাদের অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত, কিছু মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং উক্ত জাতিভুক্ত বয়স্ক মহিলাদের অধিকাংশই নিরক্ষর। অতএব শিক্ষাগত অনগ্রসরতা উক্ত জাতিভুক্ত মহিলাদের পঞ্চায়েতে জন অংশগ্রহনে তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য অনেকাংশেই দায়ি।

৪) এছাড়াও মহিলাদের আনুষ্ঠানিক ও স্বতঃস্ফূর্ত উভয়প্রকারের রাজনৈতিক অংশগ্রহণই তাদের পুরুষ আত্মীয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ফলস্বরূপ মহিলাদের (তপশিলী জাতিসহ অন্যান্য জাতভুক্তদেরও) কোন নিরপেক্ষ স্বাধীন রাজনৈতিক মতামত গড়ে উঠতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ তপশিলী উপজাতিভুক্ত মহিলাদের গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভাগুলিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের প্রবণতা প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। উক্ত উপজাতিভুক্ত মানুষদের বসবাস কেবলমাত্র দুটি পার্টেই (১২০ ও ১১৪)। আর ঐ দুটি পার্টে বুথ ভিত্তিক গ্রাম সংসদের সভাগুলিতে (২০০৩-২০১০) গড়ে ৪ জন থেকে ৫ জন তপশিলী

উপজাতিভুক্ত মহিলা অংশগ্রহণ করে থাকে।

আবার গ্রামসভার সভাগুলিতেও তপশিলী উপজাতিভুক্ত মহিলাদের অংশগ্রহণের হার খুবই মারাত্মক। চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে তপশিলী উপজাতিভুক্ত মোট মহিলা ভোটারদের মধ্যে (২০০৩-২০১০) মাত্র ৪ জন থেকে ৫ জনই গ্রাম সভার সভায় অংশগ্রহণ করে থাকে। তবে গ্রাম সভায় ও গ্রাম সংসদের সভায় যে সব তপশিলী উপজাতিভুক্ত মহিলারা অংশগ্রহণ করে থাকে তাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের মহিলা সদস্যা আর উক্ত সভাগুলিতে দুই-এক জন তপশিলী উপজাতিভুক্ত মহিলারা যৎসামান্য কাজের আশায় কোন না কোন রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীর লেজুড় হয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে।

সমীক্ষালব্ধ বিভিন্ন বিষয়গুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে, উক্ত পঞ্চায়েতে তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলা অপেক্ষা তপশিলী উপজাতিভুক্ত মহিলাদের উক্ত পঞ্চায়েতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের হার মারাত্মকভাবে কম। উক্ত উপজাতিভুক্ত মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে চূড়ান্ত রকমের অজ্ঞতা যেমন আছে, তেমনই আবার পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সম্পর্কে নূন্যতম সাধারণ ধারনাও তাদের নেই। মূলতঃ ঐ পঞ্চায়েতে তপশিলী উপজাতীভুক্ত কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি না থাকার কারণে, উক্ত উপজাতিভুক্ত পুরুষদের মতো মহিলারাও স্থানীয় রাজনৈতিক স্তরে নেতৃত্বহীনতার অভাবে ভোগে। নিদারুণ আর্থিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য বহু তপশিলী উপজাতিভুক্ত মহিলা (প্রায় ৪০ শতাংশ) কঠোর কায়িক পরিশ্রমের (মূলতঃ ইট ভাঁটায়, মাঠে প্রভৃতি ক্ষেত্রে জনমজুরেরও কাজ করে থাকে) সাথে যুক্ত থাকে। ফলে তাদের মধ্যে পঞ্চায়েতী স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রতি অত আগ্রহ গড়ে উঠতে পারে না। এছাড়াও তপশিলী উপজাতিভুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলাই নিরক্ষর। আর বাকিদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি হল স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। অতএব তপশিলী উপজাতিভুক্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে চূড়ান্তরকমের শিক্ষাগত অনগ্রসরতা তাদের রাজনৈতিক অজ্ঞনতার একটি অন্যতম কারণ। এছাড়াও এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাও তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলাদের মতো তপশিলী উপজাতিভুক্ত মহিলাদেরও রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

প্রধান ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামত : বাস্তব সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত মহিলাদের পঞ্চায়েতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের বেহাল দশাকে বিশেষত তপশিলী উপজাতিভুক্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে তো বটেই, প্রধান সহ অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রায় সকলই স্বীকার করেছেন। আর এর কারণ হিসাবে তারা পারিবারিক বাধ্যবাধকতা বা সাংসারিক কাজকর্মে অত্যাধিকভাবে নিযুক্তি থাকাকে চিহ্নিত করেছেন। আবার সমীক্ষায় দেখা গেছে তপশিলী জাতিভুক্ত নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে ভীষণভাবে দায়সাড়া ভাব লক্ষ্য করা গেছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েতেও উপস্থিত থাকে না, পরিবর্তে তারা অনেক বেশি সাংসারিক কাজে ও অন্যান্য কাজে স্বছন্দ বোধ করেন। আবার তাদের সম্পাদিত রাজনৈতিক কার্যাবলীর অনেকাংশেই তাদের নিজ নিজ দলের পুরুষ নেতৃবৃন্দ বা তাদের পুরুষ আত্মীয়দের দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা আবার কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য। যেমন— ২০০৩ সালে সি.পি.আই.(এম) যখন চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত ক্ষমতায় আসে তখন ঐ দলেরই একজন তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলা ঐ পঞ্চায়েতে প্রধান-এর পদে অধিষ্ঠিত হন তার সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপই তার স্বামীর দ্বারা নির্ধারিত হত যিনি আবার দলেরই সক্রিয় স্থানীয় নেতা। তবে ২০০৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত আসার পরেও এই চিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। সেক্ষেত্রেও দেখা গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলা প্রতিনিধিদের ৩ জনেই অনেক বেশি পরিমানে তাদের দলের পুরুষ নেতৃবৃন্দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ কী নির্বাচিত প্রতিনিধি, কী সাধারণ মহিলা-উভয় ক্ষেত্রে তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত মহিলাদের স্থানীয় পঞ্চায়েতী স্তরে (চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত) রাজনৈতিক অংশগ্রহণ তথা রাজনৈতিক কার্যকলাপে স্বতঃস্ফূর্ততার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে আর এর কারণ নিহিত রয়েছে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গভীরে, যেখানে রাজনীতিকে পুরুষদের ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করা হয়।

সি.পি.আই.(এম) ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা : চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে

সি.পি.আই.(এম) ক্ষমতায় থাকাকালীন (২০০৩-২০০৮) সময়ে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের অন্যতম দুই প্রধান ক্ষেত্র গ্রামসভা গ্রাম সংসদের সভায় তপশিলী জাতি ও উপজাতিগুলির অংশগ্রহণ (পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি বিষয় উঠে আসে। প্রথমেই যে বিষয়টির কথা বলতে হয় তা হল এই যে, গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়, স্থান ও তারিখ সম্পর্কে উক্ত জাতি ও উপজাতিসহ অন্যান্য সাধারণ মানুষদের মধ্যে যথাযথ প্রচার করা হত, বাড়ি বাড়ি চিঠিও প্রদান করা হত ঐ সভার বিষয়ে। সি.পি.আই.(এম) ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে কয়েকটি স্থানীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়িত করা হয়, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করা হত; এ সবের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের প্রতি তপশিলী জাতি ও উপজাতিসহ অন্যান্য সাধারণ মানুষদের আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করা হয়। এতদসত্বেও ঐ সময়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের দূর্নীতি, স্বজনপোষণ লক্ষ্য করা যেত। তবে যেখানে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকবে সেখানে উক্ত অশুভ পশ্চাৎগামী বিষয়গুলির উপস্থিতির হার কমবে। অতএব পূর্বে সি.পি.আই.(এম) পরিচালিত চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। তার ফলস্বরূপ ঐ পঞ্চায়েতে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আর এজন্য অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলী জাতি ও সংখ্যালঘিষ্ঠ তপশিলী উপজাতি স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনে কম প্রবণতা অনেকাংশে দায়ি। যদিও ঐ রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে উক্ত পঞ্চায়েতে গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভায় তপশিলী জাতি ও উপজাতিগুলির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের হার কমই ছিল।

আবার ২০০৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ঐ পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় আসে। এখনও তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত উক্ত পঞ্চায়েতে গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভাগুলি সম্পর্কে যথাযথ প্রচারের ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি রয়েছে। অনেকে আবার গ্রাম সংসদের সভাগুলি সম্পর্কে যথাযথ প্রচারের ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি রয়েছে। অনেকে আবার গ্রাম সংসদের সভা সম্পর্কিত চিঠি না পাওয়ারও অভিযোগ করেছে সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে। এছাড়া ঐ পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যেও যথেষ্ট বিরোধ লক্ষ্যণীয়। ফলস্বরূপ ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর ১৮ মাসের মধ্যেই পঞ্চায়েতের 'প্রধান' পরিবর্তন করতে হয় ঐ দলটিকে। তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এই পারস্পরিক বিরোধিতার মধ্যে দাঁড়িয়ে কিভাবে সম্মিলিতভাবে স্থানীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করতে এবং তপশিলী জাতি ও উপজাতিগুলি সহ অন্যান্য সাধারণ মানুষদের পঞ্চায়েতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে (গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদ) কিভাবে সুনিশ্চিত করবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়নে দীর্ঘসূত্রতার ব্যাধিটি বর্তমান রয়েছে। এছাড়া পূর্বের মতনই তৃণমূল কংগ্রেসের সময় এই পঞ্চায়েতে দুর্ণীতি ও স্বজন-পোষণের প্রবণতা একই ভাবে বর্তমান। যা থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই পঞ্চায়েতে সাধারণ জনগণের তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলী জাতি ও সংখ্যালঘিষ্ট তপশিলী উপজাতিগুলির পঞ্চায়েতের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বের মতনই ঘাটতি বজায় রেখেছে।

তবে চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সি.পি.আই.(এম) এবং তৃণমূল কংগ্রেস নিজ নিজ শাসনকালে, উক্ত পঞ্চায়েতে তপশিলী জাতি ও উপজাতিগুলির (পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে) স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি করতে, যে অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন তা কিন্তু নয়। উভয়েরই এই ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। আর তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা, নমনীয় বিরোধপূর্ণ দলীয় সংগঠন, স্থানীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যর্থতা তাদের অনেকটাই পিছিয়ে দিয়েছে। উল্লিখিত ত্রুটিগুলি সংশোধন করে ঐ দলটির পঞ্চায়েত তপশিলী জাতি ও উপজাতি সহ অন্যান্য সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের দিকে নজর দেওয়া আবশ্যক।

উপসংহার: চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে তপশিলী জাতি ও উপজাতিগুলির রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রবণতার উপর সমীক্ষালব্ধ বিভিন্ন বিষয়গুলির বিচার বিশ্লেষনের শেষে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে।

প্রথমত, স্থানীয় পঞ্চায়েতী স্তরে স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভায় অংশগ্রহণ) না ঘটলে কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে পঞ্চায়েতী স্তরে সাধারণ জনগন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেরাই সম্মিলিতভাবে নিজেদের স্থানীয় উন্নয়নের ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারবে, স্থানীয় স্বার্থ সুরক্ষা সংক্রান্ত বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারবে, নিজেরাই নিজেদের স্থানীয় সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদান করতে পারবে। সর্বোপরি স্থানীয় উন্নয়নের ধারা তথা স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার মানের সুদৃঢ় করনের ধারা অব্যাহত থাকবে। আর যদি সাধারণ জনগন শুধুমাত্র ভোটদান কেন্দ্রীক আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, আর পঞ্চায়েতী স্তরের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে স্থানীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণত এর ফলে পঞ্চায়েতী স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা (বিশেষত প্রধান) নিজেদেরকে সর্বেসর্বা বলে ভাবতে শুরু করে। ফলত স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, অযথা টাকার অপচয়, স্থানীয় উন্নয়নকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ারে পরিণত করা প্রভৃতির মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যাবে। আর স্থানীয় এলাকায় উন্নয়নের গতি অনেকাংশে রুদ্ধ হয়ে পড়বে, জনগণের স্থানীয় স্বার্থ পূরণ হবে না, তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।

তবে উপরিল্লিখ বক্তব্য থেকে আর একটা প্রশ্ন উঠে আসে, তা হল যে, স্থানীয় পঞ্চায়েতী স্তরে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ না ঘটলে উন্নয়নও কি পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর হল না; কারণ সাধারণভাবেই কেন্দ্র, রাজ্য বা স্থানীয় সকল ক্ষেত্রেই শাসনকারী দল কিছু উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন করে থাকে নিজেদের স্বপক্ষে জনসমর্থকে টিকিয়ে রাখতে। কিন্তু এই ধরনের সংকীর্ণ উন্নয়নমূলক কার্যের দ্বারা সার্বিকভাবে জনসাধারণের সুদূরপ্রসারি উন্নয়ন সাধিত হয় না। আর এই বিষয়গুলি চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলী জাতি ও সংখ্যালঘিষ্ট তপশিলী উপজাতিগুলি (পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে) স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রবণতা যথেষ্ট কম, বিশেষত তপশিলী উপজাতিগুলির ক্ষেত্রে তো বটেই (অন্যান্য সাধারণ জাতের মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রবণতা নিম্নগামী)। কিন্তু এই পঞ্চায়েতে স্থানীয় উন্নয়ন বা স্থানীয় স্বার্থ সুরক্ষা বা জনগণের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিষেবা প্রাপ্তির বিষয়গুলি সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়নি। তবে পঞ্চায়েত কর্তৃক এই উল্লিখিত বিষয়গুলি বাস্তবায়নের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ বাসা বেঁধে আছে। অনেকক্ষেত্রেই উন্নয়নমূলক কার্যগুলি সম্পাদিত হয়ে থাকে এমন কিছু সময়ে, যখন রাজনৈতিকভাবে লাভের (বিশেষত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে) পরিমাণ বেশি হয়। আবার বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিচার বিবেচনার আগে রাখা হয়। তার ফলে উক্ত পঞ্চায়েতে স্থানীয় উন্নয়ন, পরিষেবা, স্থানীয় স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলি ঐ পঞ্চায়েতে বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সার্বিক জনকল্যাণকামী হয়ে উঠতে পারে নি। আর এক্ষেত্রে যে পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলী জাতি ও সংখ্যালঘিষ্ঠ তপশিলী উপজাতিগুলির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে (গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদ) আগ্রহহীনতা, অনুৎসাহিতা অনেকাংশেই দায়ি, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের (গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদ) প্রবণতার নিম্নগামীতার পিছনেও বহুবিধ কারণ বর্তমান। সেই কারণগুলি সমাধান সহ নিম্নে আলোচিত হল :

ক) সঠিক রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে শুধুমাত্র ভোটদানের সমার্থক করে তোলার প্রবণতা যথেষ্ট রয়েছে তপশিলী জাতি ও উপজাতিগুলির মধ্যে। আর এর প্রধান কারণই হল উক্ত জাতি ও উপজাতিগুলির মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, বিশেষত তপশিলী উপজাতির মধ্যে তো বটেই। আর এজন্যে তপশিলী জাতি ও উপজাতির মধ্যে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা নয়, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার প্রসার ঘটানো উচিত।

খ) এই পঞ্চায়েতে তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত বহু মানুষই দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস (বিশেষত তপশিলী

উপজাতিভুক্তরা) করে। তাই তপশিলী জাতি ও উপজাতিগুলির অর্থনৈতিক দৈন্যতা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতি বিমুখতার অন্যতম কারণ। অতএব উক্ত জাতি ও উপজাতিগুলির জন্যে এমন একটি অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা উচিত, যার মধ্য দিয়ে তারা জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় নূন্যতম সুযোগ সুবিধাগুলি লাভ করতে পারে।

গ) চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে তপশিলী জাতিগুলির জন্যে আসন ও পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সত্বেও ঐ জাতির মানুষদের মধ্যে সার্বিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রবণতা কম থাকার কারণই হল যে তপশিলী জাতিভুক্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে তপশিলী জাতি ও উপজাতির অন্যান্য সকল মানুষদের মধ্যে এক প্রকারের রাজনৈতিক দূরত্ব অনেকাংশেই তৈরি হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যেমন স্থানীয় স্তরে নিজেদের গোষ্ঠীগত বা জাতিগত স্বার্থ অপেক্ষা নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ ও ব্যক্তি স্বার্থের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তেমনই তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষরাও স্থানীয় স্তরে নিজেদের জাতিগত বা গোষ্ঠীগত ও স্থানীয় স্বার্থ ও উন্নয়ন সম্পর্কে উদাসীন। অর্থাৎ উক্ত জাতি ও উপজাতিগুলির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধির অন্যতম শর্ত হল তাদের নিজেদেরকে অনেক বেশি (তপশিলী জাতিভুক্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও; যারা ঐ জাতিরই সদস্য) স্থানীয় স্তরে জাতিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ, স্থানীয় স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

ঘ) রাজনৈতিক দলগুলিকেও শুধুমাত্র দলীয় স্বার্থের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে জনগনের স্বার্থের প্রতি অনেক বেশি দায়িত্বশীল থাকতে হবে।

ঙ) তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত মহিলাদের মধ্যে সার্বিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপের সাথে সাথে সমাজের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আনা দরকার। মহিলাদের ক্ষেত্রে সমাজের কঠোর ও রক্ষণশীল নিয়ম ও প্রথাগুলিকে নমনীয় করা দরকার।

তথা পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিল্লিখিত বিষয়গুলির উপর যথাযথ আলোকপাত করলে চন্দ্রহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তপশিলী জাতি ও উপজাতিগুলির স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের (গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদের সভা) প্রবণতা উর্দ্ধগামী হবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থসূচী :

১। **অ্যালমন্ড. এ. জি. ও ভার্বা. এস. ১৯৮৯, দি সিভিক কালচার : পলিটিক্যাল অ্যাটিটিউড্স এন্ড ডেমোক্রেসি ইন ফাইভ নেশনস্**, সেজ পাবঃ, লন্ডন।

২। **ওয়েবস্টার নিল**, ১৯৯২, **পঞ্চায়েতী রাজ এন্ড দি ডিসেন্ট্রালাইজেসন অফ্ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং ইন ওয়েস্টবেঙ্গল**, কে.পি. বাগচী, ক্যালকাটা।

৩। **ওকলে পিটার ও মার্সডেন ডি.**, ১৯৮৪, **অ্যাপ্রোচেস টু পার্টিসিপেশন টু রুরাল ডেভেলেপমেন্ট**, আই.এল. ও., জেনেভা।

৪। **চক্রবর্তী বিশ্বনাথ**, ২০০৮, **পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার রূপরেখা**, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা।

৫। **চক্রবর্তী বিশ্বনাথ**, ২০০৮, **স্থানীয় সরকার ধারনা, সাংগাঠনিক ভিত্তি ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী**, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৬। **দত্ত, বি.**, ২০০৩, **ওয়েস্টবেঙ্গল পঞ্চায়েত ম্যানুয়াল**, কমল ল হাউস, কলকাতা।

৭। **ভার্বা. এস ও নাই. এইচ.এন**, ১৯৮৭, **পার্টিসিপেশন ইন্ আমেরিকা : পলিটিক্যাল ডেমোক্রেসি এন্ড সোসাল একুয়ালিটি**, ইউনিভার্সিটি অফ্ চিকাগো প্রেস, চিকাগো।

৮। **ভট্টাচার্য্য মৈত্রী**, ২০০২, **পঞ্চায়েতীরাজ অন ওয়েস্টবেঙ্গল : ডেমোক্রাটিক ডিসেন্ট্রালাইজেসন অব ডেমোক্রাটিক সেন্ট্রালিশম**, মোনাক পাবলিকেশন, নিউ দিল্লি।